করোনায় সংকটে বিলুপ্তির পথে কোয়াল সম্প্রদায়

টুংটাং সুরের মন্দিরা হাতে সম্ভুনাথ কোয়ালী

উত্তরের জেলা গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় অন্যান্য পেশাগুলোর মতো মহামারী করোনার অভিঘাত বিলুপ্তির পথে যাওয়া কোয়াল পেশাকেও বিপর্যস্ত করেছে। কোয়ালীরা মূলত গৃহস্তের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে গবাদিপশুর রোগবালাই সারাতে মঙ্গল গীত গেয়ে গোয়াল ঘরে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে এবং গাছান্ত ঔষধ দিয়ে গৃহস্তের কাছ থেকে প্রণামী হিসেবে ধান-চাল কিংবা গম তুলে আয়ের সংস্থান করে থাকে। লকডাউনের ফলে কোয়ালীরা বিগত কয়েক মাস ধরে কার্যত গৃহবন্দী, বন্ধ হয়েছে আয়ের উৎস। এ পেশার সাথে জড়িত অনেকেই বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচাতে ভিন্ন পেশায় চলে যাচ্ছেন কিংবা বেকার হয়ে বেতর জীবন-যাপন করছে।

গৃহস্তের গোয়ালের বসে গোরক্ষনাথের পাঁচালী পাঠরত কোয়ালী।

চলমান এই বৈশ্বিক মহামারীর পূর্বেও উত্তরবঙ্গে এই কোয়ালীদের সরব উপস্থিতি ছিল। তারা হিন্দু-মুসলমান সবার বাড়ি বাড়ি যেতেন। কোয়ালীরা কাঁধে বড় আকৃতির থলে নিয়ে সকাল থেকেই ছুটে চলে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। তার থলের একদিকে থাকে গাধার পিঠে বসানো শীতলা দেবির মূর্তি। এই মূর্তিকে বসন্তবুড়ি বা গোরখনা বলা হয়। মূর্তিটি থাকে সিঁদুর মাখানো। তার থলের অপর প্রান্তে থাকে একটি ডালা। এ ডালায় থাকে গৃহস্তের বাড়ি থেকে উঠানো ধান-চাল। কোয়ালীরা ঘরের দরজার সামনে বসে কাঁসার মন্দিরা বাজিয়ে পুঁথি

পাঠের সুরে গরুর মঙ্গলগীত গেয়ে থাকেন। আসলে এ গানে মূলত গোরক্ষনাথের মাহাত্ম প্রচারিত হত। পাশাপাশি এই পাঁচালী গীতের মধ্যে থাকে গৃহস্ত বাড়ির রমনীদের উদ্দেশ্যে কিছু সাবধান বাণী। যেমন- 'সকাল বেলা হয়ে যেবা গোবর ফ্যালায়, গোরক্ষনাথ ঐ গোয়ালেতে বার মাস রয়। গোবর ফ্যালিয়া যেবা বেড়ায় মোছে হাত, ছয় মাসের গর্ভ গাভীর হয়ে যায় পাত। শনিবারে মঙ্গলবারে হলদী বিলায়, তাহার ঘরের লক্ষমী ছাড়িয়া পালায়। গোয়াল ঘরে গিয়া যদি ঝাড়িয়া বান্দে চুল, তাহার ঘরের গরু-বাছুর করে চুলা চুল। গোবর নাড়িতে যেবা করে মিনা ঘিন, তাহার গইলের গরু টেকে অল্পদিন।"

করোনাকালীন এই মহামারীর সময় কোয়ালীদের এই অঞ্চলে আর তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। এসব পেশা ও পেশার মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। করোনা মহামারী কর্ম হারানো নিরন্ন এই মানুষগুলোকে কোথায় নিয়ে যায়েজ জানে না কেউই। পূর্বপুরুষের বহমান জীবনধারা ও জীবিকাকে ধারণ করে জীবনযাপন করতে পারছে না তারা। পরিবর্তন করতে হয়েছে পেশার। যার দরুন সনাতনী এই ধরণের পেশাগুলো লুপ্ত হচ্ছে।

গাইবান্ধা জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এমদাদুল হক প্রামাণিক বলেন- 'এই পেশা বিলুপ্তির জন্য শুধু করোনা মহামারী দায়ী নয়।' তিনি আরো বলেন 'উপজেলা সদরে এখন পশু চিকিৎসালয় হয়েছে। মানুষ এখন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পকে অনেক সচেতন। তাছাড়া আগের মতো আর গোয়াল ভরা গরু, গোলাভরা ধান নেই কৃষকের ঘরে। ফলে সনাতনী এই পেশা ঝরে পড় গবেষকদের গবেষণার তালিকায় যুক্ত হচ্ছে।'

গাইবান্ধার সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার গোয়ালরা ফসল তোলার মৌসুমে কুড়িগ্রাম, রংপুর নীলফামারী, লালমনিরহাট অঞ্চলে চষে বেড়ায়। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় দুএকজন যারা এ পেশা আকড়ে ধরে আছেন তা শুধু মায়ার টানে। সাঘাটার পাচিয়ারপুর গ্রামে কথা হয় সমৃভুনাথ কাপালির সাথে। তার বাড়ি গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জ বাজারে রংপুর সুগার মিল লিঃ এর পাশেই। তিনি বলেন, মামুর হাত ধরি এ পেশায় আচ্চি হামার পাড়াত মুই একন একলায় এই পেশাত আচং, ছেলে দুকনে নাপিতের কাজ করে। করোনা ফরোনা মরার উপরত খারা ঘাউ হইছে, করোনার জয়ে এখন আর আগের মতো কামাই ওজগ্যর নাই ফলে সবাই আগ্রহ হারে ফেলচে এ পেশায়। এবার করোনার আঘাতে হামরাগুলে বুঝি শ্যাষ হয়া যামো বাহে, কাই বাচাইবে হামাক।"